Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৯ মে, ২০১৫

৩৮ বর্ষ ২০ সংখ্যা ১৮ মে, ২০১৫, সোমবার, ৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২২

শ্রমিকদের আইন অমান্য : জেলায় গ্রেপ্তার কয়েক হাজার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৩ মে : শ্রম আইন বাতিল, ন্যূনতম মাসিক বেতন ১৫ হাজার টাকা সহ বিভিন্ন দাবিতে সি আই টি ইউ সহ শ্রমিক সংগঠনগুলির ডাকে রাজ্যব্যাপী আইন অমান্যে পুলিশের কর্ডন ভেঙে জেলার হাজার হাজার শ্রমিক গ্রেপ্তার বরণ করেন। গতকাল বর্ধমান জেলায় পাঁচ জায়গায় আইন অমান্য করেন হাজার হাজার শ্রমিক। বর্ধমান শহরে কার্জনগেটের কাছে মানুষ সমবেত হয়ে ডেপুটেশনে যান বর্ধমান মহকুমা শাসকের অফিসে। সেখানে প্রায় দেড় হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়। কাটোয়াতে গ্রেপ্তার করা হয় ৮০০ জন শ্রমিককে।

এদিন আসানসোলে তীব্র দাবদাহকে উপেক্ষা করে প্রায় চার হাজার মানুষ গ্রেপ্তার বরণ করেন। শ্রমিকরা জড়ো হয়েছিলেন বি. এন আর মোড়ে রবীন্দ্রমূর্তির পাদতলে। উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়ান শ্রমিক নেতা বামাপদ মুখার্জী। সি আই টি ইউ নেতা প্রাক্তন সাংসদ বংশগোপাল চৌধুরী, পার্থ মুখার্জী, আভাষ রায়চৌধুরী, বিধায়ক গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দুর্গাপুরে সিটি সেন্টারে মিছিল করে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন-এর সদস্যরা সমবেতন হন। বক্তব্য রাখেন বংশগোপাল চৌধুরী, গৌরাঙ্গ চ্যার্টাজী প্রমুখ। এখানে পুলিশ বাধা দিলে পুলিশের সাথে একটু ধস্তাধস্তি হয়। এখানে প্রায় আড়াই হাজার মানুষ গ্রেপ্তার বরণ করেন।

কালনা শহরে আইন অমান্যে অংশগ্রহণ করেন দু-হাজার শ্রমিক।

কেন্দ্রের জমি অধিগ্রহণ অর্ডিনান্সের বিরুদ্ধে গণ-স্বাক্ষর অভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৭ মে : জমি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশ—২০১৫ এই বিল পাশ হলে দেশি-বিদেশি বহুজাতিকরা হাঙ্গরের মতো জমি গিলে খাবে। সর্বস্বান্ত হবে কৃষক। কমবে খাদ্য উৎপাদন। সংকটে পড়বে মানুষ। তাই পথে নেমেছে বামপন্থী কৃষক সংগঠন। এই কালা কানুনের বিরুদ্ধে জেলা জুড়ে চলছে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান। বর্ধমান শহরে ১২ মে তিনটি শিবির করে চলে স্বাক্ষর সংগ্রহ। রেলস্টেশন, মনিমার্ট এবং বীরহাটার পার্বতীমাঠে প্রথম দিনেই পাঁচ হাজার মানুষ স্বাক্ষর দিয়ে বিলটি খারিজ করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। জেলাতে স্বাক্ষর সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে ২০ লক্ষ। ২৫ মে পর্যন্ত গ্রাম-গঞ্জ বাড়ি বাড়ি চলবে স্বাক্ষর সংগ্রহ।

এদিনের প্রচারসভায় বক্তব্য রাখেন, অমল হালদার, অচিন্ত্য মল্লিক, আব্দার রেজ্জাক মণ্ডল, অরিন্দম কোঙার, গণেশ চৌধুরী, উদয় সরকার, বীরেশ মণ্ডল, চৌধুরী মহম্মদ হেদায়তুল্লাহ, সৈয়দ মহম্মদ মসীহ, সৈয়দ হোসেন, মনোজ মুখার্জী, নুরুল ইসলাম, বাসুদেব খাঁ, মুন্সি হানান, শেখ সিরাজুল, কওসর আলি, আক্তার আলি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

তোলাবাজির বিরুদ্ধে ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৫ মে : রক্ষকই যখন ভক্ষক—খোদ পুলিশ সুপারের কাছে পুলিশেরই বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ জানালো ট্রাক মালিকরা। এদিন ট্রাকমালিকদের সংগঠন জানায় যে, রাস্তায় পুলিশের জুলুমবাজি ও তোলাবাজির জ্বালায় তারা অতিষ্ঠ। পুলিশ মালবাহি ট্রাক থামিয়ে কাগজপত্র দেখার নাম করে টাকা নিচ্ছে। টাকা দিতে অস্বীকার করলে মারধর কিংবা ট্রাক ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে থানায়। এই বিষয়ে জেলা পুলিশ সুপার কুনাল আগরওয়াল জানান বিষয়টি দেখা হচ্ছে। অন্যদিকে ট্রাক মালিকরা জানান পুলিশি-তোলাবাজি অবিলম্বে বন্ধ না হলে রাজ্যজুড়ে ট্রাক ঘর্মঘটের ডাক দেওয়া হবে।

সাংবাদিকদের আটকে রাখলো তৃণমূল প্রতিবাদে প্রেস ক্লাবের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৫ মে : খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে ১৪ মে ২৪ ঘন্টা চ্যানেলের দুই প্রতিনিধি অরূপ লাহা ও সদন সিনহাকে আটকে রাখার ঘটনা ঘটলো আউশগ্রামের অভিরামপুরে। এড়াল পঞ্চায়েত প্রধান উজ্জ্বল পাল ও তাঁর তৃণমূলবাহিনীর বিরুদ্ধে স্থানীয় একটি রাইসমিল মালিক দীপ্তেন্দু চক্রবর্তীকে ধারাবাহিক হেনস্থার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতেই সংবাদ সংগ্রহের জন্য গিয়েছিলেন তাঁরা। কিছুদিন আগে ওই রাইসমিল মালিককে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব রক্তদান শিবিরের জন্য ২ কুইন্ট্যাল চাল দিতে বলে। কিন্তু তিনি ৫০ কেজি চাল দিতে পারবেন বলে জানান। এরপরেই তাঁকে নানাভাবে হেনস্থা করা শুরু হয়। প্রধানের কাছে এই বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি উত্তেজিত হয়ে দুই প্রতিনিধিকে আটকে রাখার জন্য নির্দেশ দেন। রাইসমিল মালিককে পঞ্চায়েত অফিসে তুলে নিয়ে গিয়ে তাঁকেও হেনস্থা করা হয়। দেড় ঘন্টা পর পুলিশ গিয়ে দুই সংবাদ প্রতিনিধিকে উদ্ধার করে। এই ঘটনার প্রতিবাদে ১৫ মে বর্ধমান জেলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে জেলাশাসক, পুলিশ সুপার ও জেলা সভাধিপতিকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ওই ডেপুটেশনে অন্যান্য সাংবাদিকরাও অংশ নেন।

আলু থেকে বোরো চাষ—চাষির মাথায় হাত

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুসকরা : বোরোচাষিদের এবার করুণ অবস্থা। ধান লাগিয়ে বিপদে পড়েছেন। পয়সা খরচ, গতর খরচ করে পাকা ফসল যে মাঠে ফেলে দেবেন—সেটাও করতে পারছেন না। খরিফ মরশুমে ধান ফলন ভালো হয়েছিল। কিন্তু দাম না পাওয়ায় আর ফড়েদের আড়তদারদের খপ্পরে পড়ে লাভের গুড় তারাই খেয়ে নিয়েছে।

তারপর এল আলু। ফলন এতো ব্যাপক হলো যে কাঁচা ফসল নিয়ে সে এক দুর্গতি। রাতের পর রাত জেগে হিমঘরে পাঠানো। সেখানেও প্রশাসনের দাদাগিরি। আলু বেচার সময় ব্যবসায়ীদের হাতে-পায়ে ধরা। বিঘা পিছু ৬-৭ হাজার টাকা লোকসান কম-বেশি আলু চাষে। আর হিমঘরের আলুর যে শেষ কী হবে সেই দুশ্চিন্তায় চাষির ঘুম নেই চোখে।

এরপর বোরো ধান চাষ। ছোট-মাঝারি কৃষকদের তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে হচ্ছে। ফসল ওঠার মুখ থেকে শুরু হয়েছে প্রতিদিন মেঘ-বৃষ্টি। কোথাও মাঠে জল জমায় ধান কাটা যাচ্ছে না। ধানের শিষ কেটে নিয়ে তা মাড়িয়ে ঘরে তোলা। কাটার সময় ভিজে যাওয়া ধানে দাগ ধরছে। এমনি শুকনো ভালো ধান বিক্রি হচ্ছে চারশো টাকায়। দাগ লাগা ধান তো কিনতেই চাইছে না আড়তদারেরা। ফলন মোটামুটি বিঘায় ১৫-২০ মন হলেও শিলাবৃষ্টি, মেঘ-বৃষ্টিতে ধান ঘরে তুলতে বোরোচাষিদের দুর্গতির শেষ নেই।

ভাতার থানার বসৎপুর গ্রামের নির্মল মণ্ডল জানালেন—মাঠে এখনও জল দাঁড়িয়ে। ধানের ডগা কেটে নিয়ে এসে বাড়িতে ট্রাক্টর চালিয়ে ধান মাড়াচ্ছি। যা খরচ সব মিলিয়ে বিঘেতে মুনিষ-মান্দার-এর মাইনে মিটিয়ে ৪ থেকে ৫ হাজার টাকা লোকসান হবেই। অনেক আশা ছিল ভাতের চালটা যদি হয়। নিজে রাজমিস্ত্রী, জমিতে নিজেরা খেটেও লাভ হলো না। ইটাচাঁদা গ্রামের জনৈক চাষি জানালেন, আর চাষ করে কী হবে? ধান-আলু চাষ করে বালিশে মাথা দিতে পারছি না। সারারাত এপাশ-ওপাশ করছি। যারা বড় চাষি তারা না হয় সামলে উঠবে। মরণ তো আমাদের মতো ২-৪ বিঘে যারা ধার-দেনা করে চাষ করেছি। আর দেশের সরকারও হয়েছে সেইরকম। চাষিদের কাছে ভোট নেবার সময় সব বলে সব ব্যবস্থা হবে। এখন কী রাজ্য সরকার কী কেন্দ্রীয় সরকার সব মুখে কুলুপ দিয়ে বসে আছে। মঙ্গলকোটের নীরু ঘোষ জানালেন হতাশার কথা। তিনি জানালেন, আমরা যে চাষ করি আনন্দে, এই কথাটাই দেশের অপদার্থ সরকারের কবলে পড়ে ভুলতে বসেছি আমরা।

নিজস্ব সংবাদদাতা, কেতুগ্রাম : ১৫ মে প্রায় সারা রাত বৃষ্টি হল কাটোয়া মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকায়। ফলে ভেসে গেল বোরো ধানের খেত খামার। এর আগের দিনের ঝড়-বৃষ্টিতে উড়ে গেছিল কাটা ধানের আঁটি-বাঁধা গাদা। এদিনের ঝড় এবং উপর্যুপরি বৃষ্টিপাত ভাসিয়ে নিয়ে গেল কৃষকের ধান তুলে আনার শেষ আশাটুকু। এদিনের ঝড় বৃষ্টির ফলে কার্যত হতাশ ও আতঙ্কগ্রস্ত সমগ্র কৃষককুল।

না, বোরো ধান ঘরে তোলার আর কোনো আশা রইল না। মাঠে আপাতত আর কোনো গরুর গাড়ি, ট্রাক্টর বা অন্য কোনো যানবাহন নামবে না। কাদায় মাখামাখি ভবিষ্যতের মুখের গ্রাস। জলে ভাসছে আঁটিবাঁধা এম পি-৩৬, মিনিকিট-এর গাছ। এবছর প্রায় মাস দেড়েক যাবৎ আবহাওয়ার এই উৎপাত শুরু হয়েছে। তারপর পেকেছে ধান গাছ। কৃষকরা তাড়াতাড়ি কেটেছে, না শুকোতেই আঁটি বেঁধে গাদা করতে বাধ্য হয়েছে। কারণ এ বছর প্রায় প্রতিদিন ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে। এ দিনের বৃষ্টিপাতের তীব্রতা বেশি থাকায় সমগ্র ধান মাঠে জল থই থই। ফলে ওই বোরো সামলানো এখন খুব কঠিন।

ও দি কে খোলাবাজারে ধানের কোনো খরিদ্দার না থাকায় ওইসব ঝরানো ধানও এখন গলগ্রহ। ধান বিক্রি করতে না পারলে বাড়তি মজুরের বাড়তি মজুরি দিতে পারা যাচ্ছে না। গরিব খেতমজুররাও কাজ করে টাকা পাচ্ছেন না। অথচ ধান তো তুলতেই হবে। যত খরচ খরচাই হোক না কেন, চাষির পাকা ধান তো তুলে দিতে হবে।

উভয় সংকটে কৃষকের এখন চিড়ে চ্যাপ্টা অবস্থা। একদিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়। আবহাওয়ার কারণে ধানের দফারফা, অন্যদিকে মনুষ্যসৃষ্ট বাজার বিপণনের সমস্যায়, সোনার ধান অবিক্রিত, কোথাও বা ধানের বাজারদর এত কম যে এক বস্তা দামে দু'জন মজুরের মজুরি দেওয়ায় যাচ্ছে না। এই অবস্থা চললে কৃষকরা তো ধ্বংস হবে সমগ্র গ্রামীণ অর্থনীতি স্তব্ধ হয়ে যাবে বলে এলাকার কৃষক সমিতির সম্পাদক শেখ শের আলী জানালেন। তিনি এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য সরকারি সাহায্য ও সহযোগিতার দাবি জানিয়েছেন।

গলসিতে বিক্ষুব্ধ কৃষকদের মিছিল ও ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসি, ১৪ মে : ধানের লাভজনক দর, ১০০ দিনের মজুরির বকেয়া টাকা, ১০০ দিনের কাজ চালু ও কালা জমি বিল বাতিলের দাবিতে আজ গলসির ২টি ব্লকের অধীন কমবেশি ১৮৪টি গ্রাম থেকে সহস্রাধিক মানুষ স্থানীয় ব্লক অফিসে ডেপুটেশনে অংশগ্রহণ করেন। গলসি ও বুদবুদে মিছিল ঘোরার পর এই জমায়েত গুলিতে বক্তব্য রাখেন কৃষক নেতা সৈয়দ হোসেন, প্রাক্তন সাংসদ সাইদুল হক, কৃষকনেতা প্রতুল রায়, মতিয়ার রহমান, কাজী জাফর আলি, সদানন্দ অধিকারী প্রমুখ। প্রখর দাবদাহকে উপেক্ষা করেও হাজার কৃষক ধানবিক্রির জন্য সরকারি ব্যবস্থার দাবিতে ও অন্যায়ভাবে আলুর বণ্ডের মত একই কায়দায় অকৃষক মজুতদারদের সরকারি টোকেন দেবার প্রতিবাদ জানায়। ১০০ দিনের মজুরির বিনিময়ে তোলা চাওয়ার প্রতিবাদ করায় দয়ালপুরের আমমাতারা বেগমের ওপর তৃণমূলিদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবি ওঠে মিছিল থেকে।

নতুন চিঠি

১৮ মে, ২০১৫

ঝালমুড়ি সিনড্রোম

যাহা বাহান্ন তাহাই তিপ্পান্ন। যাই ঝালমুড়ি, শোভন-সংস্করণে তাই ভেলপুরি। বাংলায় যাকে ঝালমুড়ি বলা হয়, হিন্দি বলয়ে বিশেষত মুম্বাইতে তাই ভেলপুরি। বঙ্গসন্তান সুগায়ক বিজেপি সাংসদ বর্তমানে ভেলপুরি-সিনড্রোমে আক্রান্ত। এইটাই সেই ঝালমুড়ির ঝাঁজ যে সংবাদ মাধ্যমে তাঁকে 'ভেলপুরি কাণ্ড' বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে।

গত শনিবারের বারবেলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠক সেরে গাড়িতে যাবার পথে বিজেপি-র কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় (তৃণমূল নেতারাই আগে হাফ-মন্ত্রী বলতেন)-কে গাড়িতে তুলে নেন। গাড়িতে বসেই নাকি মুখ্যমন্ত্রী সুপ্রিয় বাবুলকে ভেলপুরি এবং ঝালমুড়ি খাইয়েছিলেন। সেই ভেলপুরির ভেলকিতেই নাকি মোহিত হয়ে বাবুল একেবারে আইনস্টাইনকে মর্ত্যভূমে আবার টেনে এনে শুক্রবার রাজারহাটের কোল ইণ্ডিয়ার অনুষ্ঠানে মমতার উপযোগিতা বোঝালেন। প্রশ্ন উঠেছে, দু-তরফে এই যে আধো-অস্ফুট-মাখো-মাখো ব্যাপার এটা কি নিছকই সৌজন্য? নাকি তৃণমূল ও বিজেপি দু-তরফের যুদ্ধংদেহী মনোভাবের বদল? গোপন সমঝোতা? সারদা এফেক্ট? রাজ্যসভার বাধ্যবাধকতা? নাকি নিছকই সৌজন্য?

প্রশ্নটা উঠতোই না। যদি দু-তরফ ক-দিন আগে পর্যন্তও এমনকি দৃশ্যত পয়েন্ট অফ নো-রিটার্নের ভঙ্গিমা না করতেন। একে অন্যকে 'ভাগ-ভাগ' না বলতেন। উল্টোদিকেও 'হরিদাস পাল'-কে কোমরে দড়ি পরানোর হুমকি এখনও জ্বলজ্বল করছে। সেই 'হরিদাস' এবং সেই 'ভাগিয়ে দেবার মতো লোক'-এর কুস্তি যদি হঠাৎ দোস্তি হয়ে ওঠে, প্রশ্ন ওঠা তো অস্বাভাবিক নয়। স্বয়ংসেবক-শাসিত বিজেপি ঝালমুড়ির ঝালে এখন নাজেহাল। তাদের রাজ্য শাখা অনেকটাই নাকি না-খুশ। সিদ্ধার্থনাথ (তৃণমূলের ভাষায় 'সিদ্ধিনাথ'), সদ্য ফিল্মি দুনিয়া থেকে আগত রূপা গঙ্গোপাধ্যায় তোপ দেগেছেন—উষ্মা, অভিমান প্রকাশ করেছন সতীর্থ মন্ত্রীর প্রতি। আর এক তারকা জয় ব্যানার্জীও পরপর মুশল হেনেছেন দুর্গাপুরে কর্মিসভায়। এই তারকাদের প্রশ্ন কর্মীদের মুখ চেয়ে। কেউ বাবুলকে সতর্ক হবার পরামর্শ দিচ্ছেন, কেউ বা সরাসরি জানাচ্ছেন—সেখানে রাজ্য জুড়ে বিজেপি কর্মীরা শাসকদলের হাতে বার বার মার খাচ্ছেন, তাদের কথা কি বাবুলের মনে ভেসে ওঠেনি—একবারও?

বাবুল জবাবে ইঙ্গিত করেছেন কুলের কথা এভাবে বাইরে খুলে বলার বিপদ সম্পর্কে। বাবুল আরও বলেছেন, তিনি নাকি জানেন কীভাবে ভারসাম্য রাখতে হয়। ভারসাম্য তো বটেই! এখন দেখবার, নবীন এই 'পীরিতি' রক্ষায় কীভাবে ভারসাম্য রক্ষা করেন দুই পক্ষই। নাকি এই ভারসাম্য রক্ষা করতে, এই সুরটাই প্রবল হয়ে উঠবে—"কহো না প্যার হ্যায়!"

রাঢ় বাংলা কবিতা উৎসব দুর্গাপুরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, : পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ বর্ধমান জেলা কমিটি দীর্ঘদিন যাবৎ রাঢ় বাংলা কবিতা উৎসব পালন করে আসছে। এবছরে ১৭ মে একাদশবর্ষ রাঢ় বাংলা কবিতা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় দুর্গাপুর অতিথি নিবাসে। বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া থেকে বিভিন্ন ভাষার প্রায় দেড় শতাধিক কবি এই উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। 'অস্থির সময়ে' শীর্ষক বিষয়ে জমে ওঠে কবিতা উৎসবের আসর। অনুষ্ঠানে প্রবীণ কবি শান্তিময় পণ্ডিতকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এবারে উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের বর্ধমান জেলা কমিটির সভাপতি সুবক্তা ও লেখক সলিল ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন যুক্ত সম্পাদক অনুপ মিত্র ও সুকমল ঘোষ।

এক ডজন প্রশ্ন

১. অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলারা কবে পড়াশুনা করার সুযোগ পায়?
২. দিল্লির লালকেল্লার কাজ কে কবে শেষ করেন? কবে নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল?
৩. স্বাধীন ভারতে প্রথম কবে লোকসভার অধিবেশন বসেছিল? তখন রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন?
৪. উষ্ণতা মাপার যন্ত্র কে আবিষ্কার করেন? তাঁর কবে জন্ম হয়?
৫. ইজরায়েল রাষ্ট্রকবে গঠিত হয়? এই দেশটি কোন মহাদেশে? জাতীয় প্রতীক কী?
৬. প্রথম এভারেস্ট জয়ী পর্বতারোহী তেনজিং নোরগে কোথায় কবে জন্মান? তাঁরা কবে এভারেস্ট শৃঙ্গে ওঠেন?
৭. সিকিম রাজ্য ভারতের কত তম রাজ্য হিসাবে কবে স্বীকৃতি পায়?
৮. প্রথম দুধের তৈরি আইসক্রিম কোথায় কে কবে পরিবেশন করেন?
৯. প্যারাগুয়ে দেশটি কোথায়? কবে স্বাধীন হয়? জাতীয় প্রতীক কী?
১০. বসন্ত রোগের টিকা কে আবিষ্কার করেন? তাঁর কবে কোথায় জন্ম হয়েছিল?
১১. 'ঐ মহাসিন্ধুর ওপার হতে কী সঙ্গীত ভেসে আসে' গানটি কে রচনা করেন? তাঁর কবে মৃত্যু?
১২. জায়ের দেশটি নাম পরিবর্তন করে কবে কঙ্গো রাখা হয়? কে রাখেন?

(উত্তর শেষের পাতায়)

চিত্রশিল্পী শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বর্ধমান অন্বেষা

সর্বজিৎ যশ

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ ১০ ফেব্রুয়ারি বর্ধমান জেলার ইলশোড়া গ্রামে শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং মাতার নাম জগৎবরণী দেবী। জীবনে কোন দিন দ্বিতীয় না হওয়া এই মানুষটি ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি বর্ধমানে চলে আসেন এবং স্বাধীনভাবে চিকিৎসা চর্চা শুরু করেন।

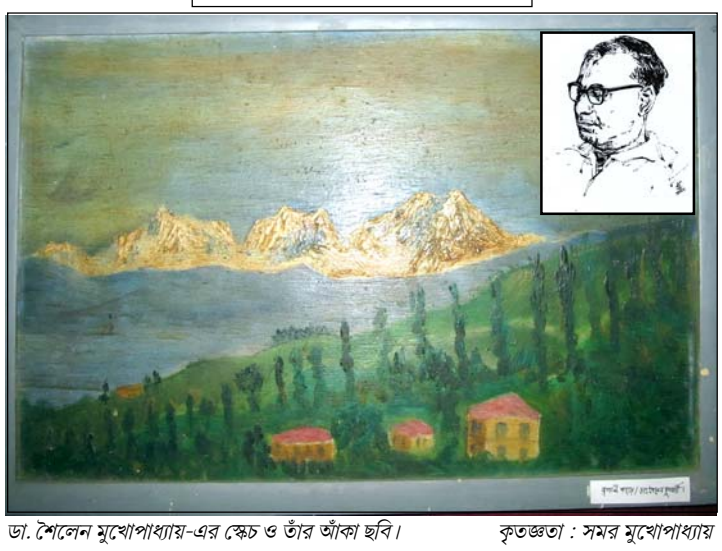

ডা. শৈলেন মুখোপাধ্যায়-এর স্কেচ ও তাঁর আঁকা ছবি। *কৃতজ্ঞতা : সমর মুখোপাধ্যায়*

পরবর্তীকালে 'বর্ধমানের ধন্বন্তরী' হিসেবে তাঁর পরিচিতি লাভ আজ এক ইতিহাস। তবে ডাক্তারি বিদ্যার বাইরেও তাঁর শরীর চর্চা, পশুপাখি প্রেম প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। তবে তাঁর সবচেয়ে বেশি আগ্রহ ছিল চিত্র শিল্পে। শৈলেনবাবুর বাড়িতে বসার ঘরে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে রঙ-তুলি-প্যালেট প্রভৃতি অঙ্কনের সামগ্রীও থাকত।

একথা অনেকেরই অজানা যে, শৈলেনবাবু একজন চিত্রশিল্পে আগ্রহী ও পারদর্শী মানুষ ছিলেন। কলকাতা মেডিকেল কলেজে প্রতিবছর ছাত্রদের রি-ইউনিয়নে বার্ষিক প্রদর্শনীতে শৈলেনবাবু পেন্টিং পাঠাতেন। আন্তর্জাতিক রূপে ডাক্তারদের 'Paintingg Hobby' সম্বন্ধে জাপানে খুব বড় একটি চিত্রপ্রদর্শনী হয়েছিল। শৈলেনবাবু বর্ধমান থেকে তিনখানি ল্যাণ্ডস্কেপ পেন্টিং (১৮" x ২৪") জাপানের প্রদর্শনীতে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর ছবির জন্য তিনি ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। তারপর থেকে শিল্পী হিসাবে শৈলেনবাবুর নাম ছড়িয়ে পড়ে। ইংরেজি স্টেটসম্যান পত্রিকায় শৈলেনবাবুর তারিফ করে 'The Doctor's Paints' শীর্ষক একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান অরবিন্দ স্টেডিয়াম হলে শৈলেনবাবুর একক চিত্রপ্রদর্শনী হয়েছিল। প্রদর্শনী উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট জহর সরকার, আই. এ. এস (প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের দৌহিত্র)। প্রদর্শনীর আয়োজক ছিলেন বর্ধমান 'Contemporary Artist Union'-এর শিল্পীরা। কলকাতা মেডিকেল কলেজের একশো পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তিনিই সভাপতিত্ব করেন। বর্ধমানে বিভিন্ন প্রদর্শনীতেও তিনি অংশগ্রহণ করতেন। চিকিৎসার কারণে সময় সময় শান্তিনিকেতন থেকে ক্ষীতিমোহন সেন শাস্ত্রী, শিল্পাচার্য মুকুল দে, শিল্পী রাধাচরণ বাগচী, ভাস্কর ও চিত্র শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ, রবীন্দ্রজীবনীকার সাহিত্যিক প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, প্রখ্যাত শিল্পী সারদা উকিলের পুত্র শান্তনু উকিল প্রমুখ শিল্পীরা শৈলেনবাবুর বাড়িতে আসতেন। শৈলেনবাবুর সাথে তাঁদের শিল্প সম্বন্ধে বিভিন্ন রকম আলোচনা হত।

শৈলেনবাবু তাঁর চিত্রশিল্পের প্রতি আগ্রহ নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি। তিনি এই আগ্রহ সকল মানুষের মধ্যেই ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের ছুটির সময় শৈলেনবাবুর নার্সিংহোমের ফুল ও সব্জী বাগানে সাতদিন ব্যাপী শীতকালীন ফুল আর ছবির বড় অকারে প্রদর্শনী করা হত। প্রদর্শনীর যাবতীয় খরচ শৈলেনবাবু একাই বহন করতেন। প্রথম দু-তিন বছর শুধুমাত্র শৈলেনবাবু আর শিল্পী শিবশঙ্কর কুণ্ডুর ছবি দিয়ে ফুলের সঙ্গে প্রদর্শনী হত। কারণ এখনকার মতো ছবি আঁকার চর্চা সে সময় মোটেই ছিল না। প্রদর্শনীতে বর্ধমানের আরও কিছু মানুষের শখের তৈরি ফুল দেখা যেত। যাঁদের ফুল থাকত তাঁরা হলেন—সর্বাগ্রে শৈলেনবাবু, ডাক্তার অম্বুজা বসু, সরযূ প্রকাশ নন্দে, প্রকৃতি রঞ্জন ভট্টাচার্য, কালীপদ ভট্টাচার্য, অমরেন্দ্র লাল সিকদার, ডাক্তার শক্তিপদ পবি, রণজিৎ কুমার সিংহরায় প্রমুখ। ডাঃ অম্বুজা বসুর গ্রামের বাড়ি শাঁকাড়ি থেকে গাড়ি করে শৈলেনবাবু ফুল আনার ব্যবস্থা করতেন। ডাক্তারবাবু ফুল আর ছবির প্রদর্শনী করতেন এই কারণে যে বর্ধমানে যাতে বেশি সংখ্যক 'ফ্লাওয়ার গ্রোয়ার্স' ও 'অ্যার্টিস্ট' তৈরি হয়। শৈলেনবাবুর পৃষ্ঠপোষকতায় বর্ধমানে ফুলের চর্চা প্রসার লাভ করে।

১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে চিত্রশিল্পী শিবশঙ্কর কুণ্ডু শৈলেনবাবুর অনুরোধে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল গার্লস হাইস্কুলের চারুকলা বিভাগের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। স্কুলে থাকাকালীন শিবশঙ্করবাবুকে বর্ধমানে শিল্পচর্চার ও শিক্ষার জন্য একটা আর্ট কলেজ করার কথা শৈলেনবাবু বলতেন। পরবর্তীকালে পরিকল্পনামত তিনি তাঁর নার্সিংহোমে আর্ট কলেজ চালানোর জন্য একতলার হল ঘর ছেড়ে দেন এবং আর্ট কলেজ চালানোর সম্যক দায়িত্ব শৈলেনবাবু শিবশঙ্করবাবুকে দেন। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি এই আর্ট কলেজের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এই আর্ট কলেজটির উদ্বোধন করেছিলেন ভারত বিখ্যাত বিজ্ঞানচার্য ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু। এই আর্ট কলেজটির প্রথম পর্বের ছাত্রদের মধ্যে হরহির দে, সমর মুখোপাধ্যায় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। যেহেতু শৈলেনবাবুর উৎসাহেই গড়ে উঠেছিল চিত্রশিল্পের শিক্ষায়তন, তাই এই শিক্ষায়তনের পরবর্তীকালের শিক্ষক সমর মুখোপাধ্যায় শৈলেনবাবুর প্রতি সম্মান জানিয়ে শিক্ষায়তনের নাম দিলেন 'শৈলেন্দ্র চারুকলা বিদ্যালয়'। কয়েকদিন পরে শৈলেনবাবু সমরবাবুকে ডেকে পাঠালেন। সমরবাবু তাঁর কাছে গেলে তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, 'বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সবাই জানতে চাইছে আমার স্মৃতিতে কি এই ছবি আঁকার প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে? দেখো আমাকে মেরে ফেলে তোমার কী লাভ? তুমি বরং নামটা পাল্টে দিয়ে আমাকে বাঁচাও।' এরপর ঐ চিত্র প্রতিষ্ঠানটির নাম বদল করে 'চিত্রমন্দির' রাখা হয়। বর্ধমানে শিল্পকলা সম্বন্ধে যা কিছু উন্নতি হয়েছে তা সবই শৈলেনবাবুর পৃষ্ঠপোষকতায় সম্ভব হয়েছে। বর্ধমানে এর আগে আর্ট কলেজ ছিল না। পাঁচ বছর ডিপ্লোমায় প্রথাগতভাবে চারুকলা শিক্ষা সেই প্রথম বর্ধমানে চালু হয়। বিভিন্ন সময়ে এই আর্ট কলেজ পরিদর্শন করেন প্রখ্যাত কলা সমালোচক ও ঐতিহাসিক (শিল্প কলা) ডঃ অর্দ্ধেন্দু কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ব্রজকান্ত গুহ, ধীরেন্দ্র মোহন সেন, গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। আর্ট কলেজের যাবতীয় খরচ-খরচা শৈলেনবাবু বহন করতেন।

একসময় গোলাপবাগে ছিল 'ভ্যাগাবেন্ট হাউস'। মধু মোল্লা নামক এক শিল্পী ছিলেন ওখানকার শিল্প-শিক্ষক। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে মধু মোল্লা চলে যান সেখানে। ওখানে সে সময় বিভিন্ন দাঙ্গার দৃশ্য দেখে তিনি ছবি আঁকেন। শৈলেনবাবুর সে কথা

—এরপর চারের পাতায়

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মহিলাদের সভা রানিগঞ্জে

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ১৭ মে : তৃণমূলি সন্ত্রাস ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের মহিলাদের ঐক্যবদ্ধ করে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দিলেন সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির নেতৃবৃন্দ। ১৭ মে রানিগঞ্জের শহিদ স্মৃতি ভবনে রানিগঞ্জ জোনাল কমিটি আয়োজিত এক কর্মীসভায় বক্তব্য রাখেন নেতৃবৃন্দ। আসন্ন রানিগঞ্জ পুর-নির্বাচনে গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষিত রাখতে ও পরিষেবা ও উন্নয়নের জন্য বামপন্থীদের পাশে দাঁড়ানোরও আহ্বান জানান মহিলা নেতৃবৃন্দ। সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা মণিমালা দাস, জেলা সভানেত্রী ভারতী ঘোষাল প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণা দত্ত, শ্বাশতী মিত্র, সুচেতা পাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সভায় হল উপচে পড়া ভিড় ছিল।

ক্ষেত-খামার, মাঠ-ময়দানের কবি মলয় রায়কে সংবর্ধনা বর্ধমান টাউনহলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৭ মে : কনসেপ্ট-এর উদ্যোগে ও উজান-এর সহযোগিতায় এদিন সন্ধ্যায় টাউন হলে প্রথম পর্বে লোককবি মলয় রায়-কে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন বাউল কানাই খ্যাপা। উজান-এর পক্ষ থেকে মলয় রায়ের

প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন দেবেশ ঠাকুর। দশ হাজার টাকা মলয় রায়ের হাতে তুলে দেন জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। উপহার সামগ্রী তুলে দেন অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। এছাড়া মলয় রায়ের হাতে একটি সাইকেল তুলে দেন গৌতম তা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অরবিন্দ সরকার, প্রবীর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। মুক্তবাংলার পক্ষ থেকে উপহার সামগ্রী তুলে দেন সাইফুল হোসেন মল্লিক। উপহার তুলে দেন আমিনুর রহমান। বক্তব্য রাখেন 'কনসেপ্ট'-এর আহ্বায়ক অরূপ লাহা। সঞ্চালনা করেন পার্থ চৌধুরী। এছাড়া বাউল সঙ্গীত গেয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন কানাই খ্যাপা। তাঁকেও পুষ্পস্তবক দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় পর্বে উজানের উদ্যোগে গিরিন চক্রবর্তীর প্রাক জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে সঙ্গীত পরিবেশন করেন তাঁর কন্যা চন্দা চট্টোপাধ্যায়। কাজী নজরুল ইসলাম-এর রাগাশ্রয়ী গান পরিবেশন করেন রাগেশ্রী দাস।

মলয় রায়-এর প্রতি

পার্থ চৌধুরী

শ্রী মলয় রায়
কষ্টেসৃষ্টে খায়
লড়াই তবু বেঁচে থাকে
ছড়ায়-কবিতায়।

গ্রামের মানুষজন
গাঁ-য়ে যত আলোড়ন
দুঃখের নদ সেচে
লেখাতেই ওঠে বেঁচে।

নগরের কথা যতো
ফল্গু ধারার মতো
ধরা থাকে সুগভীরে
সরস্বতীর বরে।

শহিদ মঙ্গল হেমব্রমের স্মরণসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ভাতার, ১৭ মে : কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির ফলে গরিব, শ্রমজীবী মানুষ মারা নীতির প্রতিবাদে মানুষ এখন জাগছে। মঙ্গল হেমব্রমকে খুন করে কৃষক, শ্রমজীবী মানুষ, আদিবাসী, গরিব মানুষের আন্দোলনকে দমিয়ে দিতে চাইছে শাসক শ্রেণি।

ভাতারের ধান্দলসা গ্রাম ও আদিবাসী পাড়া, বামপন্থী আন্দোলনের অন্যতম শক্তঘাঁটি। ধান্দলসা গ্রামে শহিদ মঙ্গল হেমব্রম-এর স্মরণসভায় কথাগুলি বলেন, সি পি আই(এম) নেতৃবৃন্দ। সি পি আই(এম) নেতৃত্ব শহিদ মঙ্গল হেমব্রমের বাড়িতে যান। তাঁর স্ত্রী বাহাপতি হেমব্রম-এর বাড়ির সামনে শহিদ বেদীতে মালা দেন সি পি আই(এম) নেতৃবৃন্দ। ছিলেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা মনসা হাঁসদা, আব্দার রেজ্জাক মণ্ডল, গণেশ চৌধুরী, সৈয়দ মহঃ মসীহ, সাইদুল হক, সুভাষ মণ্ডল, বামাচরণ ব্যানার্জী, সুরেন হেমব্রম প্রমুখ। স্মরণসভাতেই শহিদ মঙ্গল হেমব্রমের স্ত্রী বাহাপতি হেমব্রমের হাতে সি পি আই(এম) নেতা আব্দার রেজ্জাক মণ্ডল ও সুভাষ মণ্ডল ৩ লক্ষ টাকার সাহায্যের চেক তুলে দেন। সি পি আই(এম) বর্ধমান জেলা কমিটির ত্রাণ তহবিল থেকে ২ লক্ষ ও ভাতার জোনাল কমিটির পক্ষ থেকে ১ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। এদিন বিভিন্ন গ্রাম থেকে হাজার হাজার মানুষ স্মরণসভায় আসেন।

গত ২২ মার্চ মঙ্গল হেমব্রমকে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা গুলি করে হত্যা করে। তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৫৫ বছর। ভাতার থানার বনপাশ গ্রাম পঞ্চায়েতের ধান্দলসা গ্রামে তাঁর জন্ম। স্মরণসভায় সি পি আই(এম) রাজ্য কমিটির সদস্য মনসা হাঁসদা বলেন, তৃণমূলের সরকার, জোতদার, বড়লোক, খুনিদের দল। তৃণমূল আমলে কখনো কোনো কৃষক গরিব মানুষ। শ্রমজীবী মানুষ মাথা উঁচু করে থাকতে পারে না। মানুষ জানেন ওদের চরিত্র। মমতা মোদী আঁতাত নিয়েও সতর্ক হতে বলেন। গরিবের ঐক্য কোনভাবেই ভাঙতে দেওয়া যাবে না। আব্দার রেজ্জাক মণ্ডল বলেন, শুধু মঙ্গল হেমব্রম নয় বর্ধমান জেলায় ৬ জন আদিবাসী কর্মীকে খুন করেছে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। কিন্তু শাসক দলের পুলিশ খুনিদের না ধরে, স্ত্রী, ছেলের নামে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করেছে। কৃষক ধান, আলু চাষ করবেন, কিন্তু বিক্রি করতে পারবে না—দাম নেই তাহলে সরকার কোথায়? বর্ধমান জেলাতেই ২ মাসে দেনার দায়ে ১০ জন কৃষক আত্মঘাতী হয়েছেন। সরকার কৃষককে পথে বসিয়েছে, জিনিসের দাম বাড়ছে অথচ কৃষকের ফসলের দাম নেই। বিক্রি হচ্ছে না। গণেশ চৌধুরী বলেন, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র রক্ষার শপথ নিয়েই ফিরে যেতে হবে আমাদের। এই স্মরণসভায় এছাড়াও বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন সাংসদ সাইদুল হক, শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন সুভাষ মণ্ডল।

পুরাতত্ত্ব সংরক্ষণ নিয়ে আলোচনা বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৭ মে, বর্ধমান : ভারি ভারি বক্তৃতার ফুলঝুড়ি নয়, মঞ্চ বেঁধে, মাইক নিয়ে নিজেদের প্রচারও নয়। জীর্ণ, পোড়ো বাড়িতে ফাঁকা আকাশের নিচে একটি চেয়ার, একটি টেবিল, গোল হয়ে বসে আলোচনায়রত বর্ধমানের সচেতন মানুষ। স্থান—বর্ধমানের ময়ুর মহল স্থিত দেওয়ান মানিক চাঁদের ভিটে সংলগ্ন দালান মন্দির গিরি গোবর্দ্ধন ও শিবস্থল। উদ্দেশ্য ঐতিহ্যমণ্ডিত জরাজীর্ণ পুরাবস্তু সংরক্ষণের প্রয়াস। উদ্যোক্তা বর্ধমান হেরিটেজ অ্যাসোসিয়েশন। পাশে দাঁড়িয়েছেন দেওয়ান মানিক চাঁদ বর্মনের বংশধরেরা। আলোচনা করে ঠিক হলো বিশিষ্ট গবেষক সঞ্জীব চক্রবর্তীর উৎসাহে মানিক চাঁদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের প্রাথমিক কাজটুকু সম্পন্ন করে রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের সহযোগিতায় স্থাপত্যটি রক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হবে। আলোচনায় দাবি ওঠে পুরাকীর্তি ও স্থাপত্যকে অক্ষুন্ন রেখে বিশেষজ্ঞ দিয়ে সংস্কার করা।

সংস্কারের আলোচনায় নবাব সিরাজদৌল্লা এবং বর্ধমানের রাজা কীর্তিচাঁদ রাই'র সময়কালে দেওয়ান মানিক চাঁদের কীর্তি তুলে ধরেন তাঁরই বংশধর প্রবীণ রতনচাঁদ বর্মন। এছাড়াও আলোচনা করেন বর্ধমান হেরিটেজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তথা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহশালার কিউরেটর রঙ্গনকান্তি জানা, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ড. সর্বজিৎ যশ সহ অন্যান্য সদস্যগণ।

২০১১ সালে সংগঠনের জন্ম। শুধুমাত্র 'প্রয়াস' নয় তা জন্মলগ্নেই বুঝিয়ে দিয়েছে সংগঠন। প্রথমেই হাত দিয়ে সাফল্য ঘরে তুলতে পেরেছে। যা নতুন প্রজন্মের কাছে দায়বদ্ধতার স্বাক্ষর রেখেছে। খণ্ডঘোষ থানার ওয়াড়ি গ্রামের বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্তের জন্মভিটা সংরক্ষণ তার অন্যতম।

এবার সংক্ষেপে জেনে নেওয়া যাক কে এই—দেওয়ান মানিক চাঁদ বর্মন। আনুমানিক ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে মানিক চাঁদ জন্মগ্রহণ করেন। পূর্বপুরুষ পাঞ্জাব প্রদেশের। মুর্শিদকুলি খাঁর হাত ধরে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে বসবাস শুরু করেন। মুর্শিদকুলি খাঁ সমগ্র বাংলাকে কয়েকটি চাকলায় ভাগ করেন। তার মধ্যে বর্ধমান চাকলার দায়িত্বে ছিলেন মানিক চাঁদ।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন নদিয়া জেলার পলাশির আমবাগানে ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে সিরাজের যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে যারা সিরাজের সঙ্গে বীরত্বের সঙ্গে অংশ নিয়েছিলেন—তারা হলেন মীরমদন, খোয়াজ হাদি খান, মোহনলাল বর্মন এবং মানিক চাঁদ বর্মন। যুদ্ধে বাংলার স্বাধীনতা অস্তমিত হয়। স্বভাবতই মানিক চাঁদের চাকরি গেল। ফিরে বর্ধমানে রাজার অধীনস্থ দেওয়ান হিসাবে অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন। বর্ধমান শহরের লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ মন্দিরের সঙ্গে ২৪ বিঘা জায়গা জুড়ে বসতবাটি, গিরি গোবর্ধন ও শিবস্থল বিন্দুবাসিনী মন্দির। যা আজ অবহেলায় জরাজীর্ণ।

মলয় রায় স্বপ্ন-সন্ধানী এক আশ্চর্য বাউল

পঙ্কজ পাঠক

'কাদের হাতে চাবুক
কারাই বা কাড়ে রুটি
কলম হাতে বুদ্ধিজীবী
ভাবুক
লেনিন তোমার
কক্ষনো নেই ছুটি।'
—মলয় রায়

পুরোনো সাইকেল, পকেটে ছোট একটা নোটবই, কলম, বিড়ি দেশলাই আর সামান্য কিছু টাকা, বুকের মধ্যে ধিকি-ধিকি ম্যাগমার স্রোত বইছে। কখনও সেই স্রোত বেরিয়ে আসতে চাইছে—শরীরী বিভঙ্গে এমনই প্রত্যয়ের প্রকাশ পাচ্ছে। তিনি আর অন্য কেউ নন, তিনি কবি মলয় রায়।

লোভ নয়, হিংসা নয়, ধ্বংস নয়, গুছিয়ে নেওয়া নয়, মেকি হেসে মানুষকে মোহিত করা নয়, ক্ষমতা আছে এমন মানুষদের গা ঘেঁষাঘেষি করা চলা নয়—কেবল বিশ্বাস, যে বিশ্বাসের জন্য শব্দের পর শব্দ বুকের অতল থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলে সেগুলোকে সাজিয়ে এইসময়ের কবি যিনি বিপ্লবের স্বপ্ন দেখানোর কবিতা লেখেন।

স্নান হয়নি, খাওয়া হয়নি, প্রখর রোদ, রাস্তার পিচ গলছে, স্ত্রী-কন্যা নিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, মলয় রায় ঝোলায় কবিতা নিয়ে সাইকেল চালিয়ে চলেছেন কোনো পত্রিকার দপ্তরে। তিনি তোষামোদ করতে শেখেননি, কোনো নামজাদা কবি-সাহিত্যিকের বাড়িতে নিয়ত ধর্না দিয়ে সুবিধে পাওয়ার অভ্যেস নেই। কবিতা পড়লে লোকে হাততালি দিয়ে বলবে—আহা কী ভালোই না লিখেছেন—তাও তিনি চাননা। তবে কেন কবিতার জন্য, এইরকম নিবেদিত প্রাণ? আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, আদর্শকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা, আদর্শের জন্য এক ইঞ্চিও সমঝোতা করব না এমন হার না মানার মানসিকতা। মলয় রায় একসময় এক চালের কারবারির কর্মচারী ছিলেন। লরিতে ঘুরতে হত। মাসে মাইনে হাজার দুয়েক, তবে দু-বেলা খেতে পেতেন। এরমধ্যেই তাঁর নোটবই ভর্তি হয়ে চলেছে কবিতায় কবিতায়। সেইসব কবিতায় ছিল গরিব মানুষের যন্ত্রণার কথা, শ্রমিকের কাজ হারানোর ভয়, দেশের সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ার জন্য উদ্বেগ। আর এইসবের থেকে উত্তরণের জন্য তাঁর মনে হত বিপ্লবের পথই একমাত্র পথ। বিপ্লবের স্পন্দন বুকে থাকায় তাঁর কবিতায় লেনিনের মতো যুগন্ধর পুরুষেরা অনায়াসে চলে আসেন। তিরিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, কিংবা ষাটের দশকে জীবন-যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের স্মরণ করে লেখা অনেক কবির কবিতা পড়েছি। কিন্তু এখন সেইসব নাম কবিতায় চোখে পড়েনা।

এখনতো আইটেম গার্ল, ইন্টারনেট, চিয়ারলিডার, জমির দালালি, ডি এ নিয়ে অফিসে-কাছারিতে তুফান, পাড়ায় পাড়ায় বিরিয়ানির হাঁড়ি, আই পি এল, প্রমোটিং বিজনেস, মল্টেড রাইস থেকে তৈরি হুইস্কি, সুখী গৃহকোণে বাজে গ্রামাফোনের বিন্দাস জীবন। এইসবের মধ্যে আমরা ভুলে যাই বীরভূমের পাথরখাদানে সিলিকোসিসে ধুঁকতে থাকা শ্রমিকদের, কাজ না থাকা ক্ষেতমজুরের স্ত্রীর রক্তাল্পতায় ভুগে কষ্ট পাওয়াকে, দোকানে দোকানে বারোঘন্টা কাজ করেও বউ-ছেলে- মেয়েদের মুখে দু-বেলা খাবার তুলে দিতে না পারার মতো রোজগারকে। কিন্তু এইসব দুঃখ - যন্ত্রণার অভিব্যক্তি মলয় রায়ের কবিতায় এমনভাবে প্রকাশিত যে তা পড়লে শোণিতপ্রবাহ দ্রুত বইতে শুরু করে। অন্য এক ভুবনে প্রবেশ করতে ইচ্ছে হয়।

মলয় রায়ের কবিতার পংক্তিগুলো নির্মেদ, যেন সূর্যের আলো পড়ে চকিতে ঝিকিয়ে ওঠা দিঘির জল। মলয় রায় তো কমিউনিস্ট কবি। কমিউনিস্ট কবিরা চিরকাল স্বপ্ন দেখেন, স্বপ্ন দেখান, তাঁরা নক্ষত্রকে হাতের মুঠোয় এনে আদর করার মতো স্পর্ধা নিয়ে মাথা উঁচু করে হাঁটেন। তাঁদের পুঁজি নীল আকাশ, গভীর রাতের ঝিকিমিকি নক্ষত্ররা, জলের শব্দ, পাখিদের কলতান, বাউলের একতারা, ভেঙে পড়বে এমন সাঁকোর দুঃখ, মিনারের একাকিত্ব, ঘেঁটুফুলের গন্ধ, ঝরাপাতার শোক আর মানুষের যন্ত্রণা-মুক্তির জন্য বারুদভর্তি কলম। এইসব সম্বল করে মলয় রায় বসন্ত ঋতুর মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছেন। তিনি দেখতে পান লাল শিমুল ফুল ফুটে আছে, পরিযায়ী পাখিরা ঘরে ফিরছে, তরুণীর চোখ থেকে বেরানো আলোয় তিনি পড়তে পারেন অনেক গোপন প্রেমের কবিতা, ভেঙে পড়া প্রাচীন হর্ম্যের সামনে দাঁড়িয়ে শুনতে পান ঘুঙুরের আওয়াজ, রাগে ফেটে পড়েন আদর্শচ্যুত মানুষগুলোর মাতব্বরি দেখে।

তবু কবিরাও তো মানুষ। কবি সুব্রত চক্রবর্তী একসময় লিখেছিলেন 'কবি তো সন্ন্যাসী নয়, ঘর-গেরস্থালি করে—/ টাটকা-মাছ কেনে প্রতিদিন—/ আর লক্ষ পচা-শব্দ ক্ষুদে লাল-পিঁপড়ের মতন, / কবির মগজ খুঁড়ে চলে যায় অন্ধকারে, / বেলা-অবেলায়'। চাকরি চলে যাওয়ায় 'নতুন চিঠি'-র অফিসে মলয় রায়কে একদিন বলতে শুনেছি—দিনেশ, চাকরিটা চলে গেল। সেই সঙ্গে দেখেছি, তাঁর চোখ থেকে টপটপ করে জল ঝরতে। এই মলয় রায়কেই কেউ-কেউ ভুল বুঝেছি। যাঁদের ঠিক ভেবেছিলাম তাঁরা কেউ শিবির বদলেছে, কেউ নীরবতার মধ্য দিয়ে দূরত্ব বজায় রেখে নিরাপদে বাতানুকূল ঘরে কবিতা লিখছে, কেউ চক্ষুলজ্জায় শিবির না বদলাতে পেরে দু-দিকেই ভারসাম্য বজায় রাখছে। মলয় রায়কে বুঝতে আমাদের দেরি হয়ে গেল। মলয় রায় কবি হয়ে জন্মেছেন, বুদ্ধিজীবী হওয়ার জন্য কবি হননি। তাই তাঁর পা এখনও মাটিতে, লালঝাণ্ডা দেখলে আনন্দে বিহ্বল হয়ে যান। গরিব হয়ে গরিব মানুষের পাশে থেকে লড়াই করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে ঘুরে বেড়ান।

১৭ মে, ২০১৫ টাউন হলে মলয় রায়কে সংবর্ধনা দেওয়া। একথা সত্য যে, একজন কমিউনিস্ট কবিকে এই গোলমেলে ঋতুতে মর্যাদার আসনে বসালে আশার আলো জাগে। এখনও পর্যন্ত মলয় রায়ের দুটি মাত্র কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত—একটি 'সৈনিক' আর অন্যটি 'মাঠফসল'। মলয় রায়ের অগণিত কবিতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত, অনেক কবিতা অপ্রকাশিত, কলম তাঁর থেমে নেই। আমরা কেউ কি পারিনা তাঁর কবিতা-সংগ্রহ প্রকাশে উদ্যোগী হতে? মলয় রায় মানুষ মাথা উচু করে বাঁচুক চেয়ে কবিতা লিখে জীবন কাটাচ্ছেন। আমরা তো আশা করতে পারি তাঁর কবিতা বেঁচে থাকুক বাংলা সাহিত্যের সম্পদ হয়ে।

বার্ণপুরের জনসভায় তৃণমূলের মিথ্যার বন্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল, ১৪ মে : সৈয়দ মুজতবা আলির লেখনীর কল্যাণে ঢাকার কুট্টিরা (এক্কাগাড়ি চালক) তাদের বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতার জন্য জগৎবিখ্যাত। এঁদের নিয়ে চলতি অসংখ্য গল্পের মধ্যে একটি এরকম— জনৈক ব্যক্তি ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া জিজ্ঞাসা করে কিছু কম দেবার প্রস্তাব করলে চালক এসে বাবুর কানে কানে বলে, 'আস্তে কয়েন কর্তা ঘুড়ায় হাঁসবো'। সম্প্রতি বার্ণপুর এর জনসভায় প্রধানমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে আমারা বিনা পয়সায় জমি দিয়েছিলাম বলেই ইস্কো সম্প্রসারণ হলো, অথবা আমি দিল্লি গিয়ে অটলজীকে বললাম প্রাইভেট হলে শ্রমিকদের খুব কষ্ট হবে—এসব শুনে সেই ঘোড়ায় হাঁসার গল্পই মনে পড়লো। ২০০৭ সালের কথা।

বর্তমান মন্ত্রিসভার সদস্য মলয় ঘটকের উদ্যোগে গঠিত 'পশ্চিমবঙ্গ কৃষি জমি রক্ষা কমিটি'র ব্যানারে শুরু হল জঙ্গী আন্দোলন। সিঙ্গুর আন্দোলনের সাথী রামধনু জোটের সঙ্গীদের নিয়ে নেত্রী আসানসোলে ছুটে এলেন, সার্কিট হাউসে গোপন বৈঠক হলো। ২৯ জুন তিনি স্বয়ং ইস্কোর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর-এর অফিসের সামনে হুঙ্কার দিলেন, জমি নিতে গেলে আসানসোল স্তব্ধ করে দেওয়া হবে। যেহেতু জমি অধিগ্রহণের ভার ছিলো তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের হাতে, তাই তাঁরা এগিয়ে এলেন, ৩০০ কোটি টাকা ইস্কোর কাছে পাওনা কর মুকুব করলেন। সেলোসিয়াম-এর টাকা বাড়ানো হল। এলাকার সাংসদ বিধায়ক সহ রাজনৈতিক কর্মীরা স্থানীয় মানুষদের বেঝাতে এগিয়ে এলেন, জমিদাতাদের বাড়ির ছেলেদের চাকুরির জন্য ট্রেনিং শুরু হল। ধীরে ধীরে মানুষ বুঝলেন। প্রকল্পের কাজও গতি পেলো। তবে নেত্রী একটা কাজে নিশ্চয়ই সফল হয়েছেন। প্রকল্পের জন্য ধার্য খরচ সাড়ে নয় হাজার কোটি থেকে বেড়ে প্রায় সতেরো হাজার কোটি টাকা দাঁড়িয়েছে। এ সমস্ত ঘটনাই আসানসোল-বার্ণপুরের মানুষ নিজের চোখে দেখেছেন। এর পরেও বার্ণপুরের প্রধানমন্ত্রীর সভায় দাঁড়িয়ে একের পর এক মিথ্যা শুনে সম্ভবত হিটলারের প্রচারসচিব গোয়েবলস্‌ও কবরে পাশ ফিরে শুয়েছেন।

নেপালের ভূমিকম্প দুর্গতদের জন্য সংগৃহীত অর্থ লুঠ করলো তৃণমূলিরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ১৭ মে : আজ সকালে ইস্পাতনগরীর বি-জোনে বঙ্কিমচন্দ্র এভিন্যু অঞ্চলে নেপালের ভূমিকম্পে দুর্গতদের সাহায্য করার জন্য সি পি আই(এম) কর্মীরা ঘরে ঘরে অর্থ সংগ্রহ করছিলেন, তখন তৃণমূলি দুষ্কৃতী চিরঞ্জীব চ্যাটার্জী-র নেতৃত্বে পিঙ্কু সাহা, রাজীব, বাপ্পা, ষষ্ঠী তারক সহ প্রায় ৬০ জন সশস্ত্র দুষ্কৃতী লাঠি, লোহার রড নিয়ে আচমকা হামলা চালায়, নৃশংস ভাবে কর্মীদের মারধোর করে এবং ত্রাণের জন্য সংগৃহীত অর্থ লুঠ করে। তৃণমূলিদের হামলার প্রতিবাদে পাড়ার মহিলারা রাস্তায় বেড়িয়ে এলে, তৃণমূলি দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। এমন কি তৃণমূলি দুষ্কৃতী পিঙ্কু সাহার মা স্বয়ং এই প্রতিবাদে সামিল হয়ে ছেলের কৃতকর্মের জন্য প্রকাশ্যে সি পি আই(এম)-এর নেতৃত্বের কাছে অনুশোচনা করে ক্ষমা চান। এই হামলায়, সলিল দাশগুপ্ত, মানস মুখার্জী সহ ১৫ জন পার্টি কর্মী আহত হয়েছেন। গুরুতরভাবে জখম গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী ও প্রসূন পালিতকে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার মেইন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে যান দলের দুর্গাপুর ইস্পাত জোনাল কমিটির সম্পাদক সন্তোষ দেব রায় সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। পরে দুর্গাপুর ইস্পাত জোনাল কমিটির পক্ষে সম্পাদক সন্তোষ দেবরায়, তৃণমূলি দুষ্কৃতীদের নেপালের ভূমিকম্পে দুর্গতদের জন্য সংগৃহীত অর্থ লুঠ ও কর্মীদের উপর নৃশংস হামলার ঘটনাকে অমানবিক আখ্যা দিয়ে, এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন এবং অবিলম্বে পুলিশকে দোষীদের গ্রেফতার ও শাস্তি বিধানের জন্য দাবি জানান। তিনি জানান এই ঘটনার প্রতিবাদে জোনাল কমিটির পক্ষ থেকে প্রতিবাদ-আন্দোলন সংগঠিত করা হবে। তিনি জানান তৃণমূলের হামলা-সন্ত্রাসের মধ্যেই গত ১০ মে থেকে ইস্পাতনগরীতে নেপালের ভূমিকম্পে দুর্গতদের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহের কাজ চলছে। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অর্থ দান করছেন। হামলা সত্ত্বেও অর্থ সংগ্রহের কাজ চলবে।

আজকের এই হামলার খবর ছড়িয়ে পড়লেও, ইস্পাতনগরীতে অন্যান্য জায়গায় অর্থ সংগ্রহের কাজ চলতে থাকে। গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে চন্ডিদাস বাজার, আশীষ মার্কেট ও রঘুনাথপুরে, নেপালের ভূমিকম্পে দুর্গতদের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহ করা হয়।

১২ মে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন, গলসি-বুদবুদ লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে চলন্ত ট্রেনের যাত্রীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ অভিযান চালানো হয়। সংগৃহীত ১৫০০ টাকা তাঁরা জেলা কমিটিতে জমা দেন।

আজ বিকালে পশ্চিম গলসির স্থানীয় সি পি আই(এম) কর্মীরা নেপালের আর্ত মানুষের সাহায্যার্থে এক ঘন্টা অর্থ সংগ্রহ অভিযান চালান এবং সংগৃহীত ১০২৩ টাকা লোকাল কমিটির সম্পাদক মুস্তাক হোসেনের হাতে তুলে দেন।

চিত্রশিল্পী শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

—দুয়ের পাতার পর

শুনতে পেয়ে বর্ধমানে তাঁর ছবি-র এগজিবিশনের ব্যবস্থা করেন এবং নিজের খরচে মধু মোল্লাকে প্লেনে করে বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসেন। সে সময় বর্ধমানে চিত্রপ্রদর্শনীর রমরমা ছিল না। শৈলেনবাবু চাইতেন, বর্ধমানের মানুষের যাতে ছবি দেখার অভ্যাস তৈরি হয়। চিত্রশিল্প শৈলেনবাবুর ব্যক্তিগত জীবনকেও ছুয়ে ছিল। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে বন্যায় তাঁর ছোট ছেলের মৃত্যু হলে তিনি ঈশ্বরমুখী হয়ে পড়েন, তখন সমর মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে একটি চৈতন্য মহাপ্রভুর ছবি আঁকিয়ে নেন এবং প্রতিদিন বাড়ি থেকে বেরোবার সময় সেই ছবিতে প্রণাম করে বের হতেন। আজও তাঁর ঘরে সেই ছবি রাখা আছে। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে ৮ জানুয়ারি তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শিল্পকলার উপর শৈলেনবাবুর এই ভালোবাসা-র কথা মনে রেখে 'বর্ধমান অভিযান গোষ্ঠী' প্রতিবছর বইমেলায় 'ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বসে আঁকো প্রতিযোগিতা'-র আয়োজন করে।

বর্ধমান শহরে শৈলেনবাবুর কোনো মূর্তি ছিল না। একটি ছোট মূর্তি ছিল চিকিৎসকের বাসভবনে। শৈলেনবাবুর পৌত্র অর্ণব মুখোপাধ্যায়ের আর্থিক সাহায্যে শৈলেনবাবুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে চিত্রমন্দির-এর পাশেই বসানো হয়েছে ফাইবার ও স্টোনডাস্ট দিয়ে তৈরি তাঁর পূর্ণাবয়ব মূর্তি। ভাস্কর শরদিন্দু সূত্রধরের তৈরি এই পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি মূর্তিতে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে শৈলেনবাবুকে। শৈলেনবাবুর ১০১তম জন্মোৎসবে মূর্তিটির উদ্বোধন করেন চিত্রকর সমর মুখোপাধ্যায়।

সমবায় মামলায় সাক্ষী আক্রান্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৬ মে সমবায় কমিটির অর্থ তছরুপের অভিযোগে সাসপেণ্ডেড প্রাক্তন ম্যানেজারের নেতৃত্বে একদল লোক ঐ মামলার সাক্ষী বাসুদেব দুলুই ও অশোক দে-কে আহত করে। গতকাল রাত প্রায় ৯টার সময় বসতপুর গ্রামে ঐ আক্রমণ হয়। বর্ধমান সদরের রায়পুর বসতপুর কৃষি সমাবায় সমিতির প্রাক্তন ম্যানেজার অসীম চ্যাটার্জী অর্থ তছরুপের অভিযোগে সাসপেন্ডেড আছেন। সমবায় কমিটির পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট মামলা (SPL 14\2002) করা হয়। আহত বাসুদেব দুলুই বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শয্যায় শুয়েই জানিয়েছেন এখন পর্যন্ত পুলিশ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি।

ছোট সংবাদপত্র নিয়ে আলোচনাসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : ১৭ মে বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট নিউজ পেপার এডিটরস্ সোসাইটি আয়োজন করেছিল ছোট সংবাদপত্রের সামাজিক গুরুত্ব শীর্ষক এক আলোচনাসভার। বর্ধমান জেলা পরিষদের অঙ্গীকার সভাকক্ষে এই আলোচনাসভার উদ্বোধন করেন বর্ধমান জেলাপরিষদের সভাধিপতি দেবু টুডু। তিনি বলেন, ছোট সংবাদপত্রের সঙ্কট নিয়ে তিনি অবহিত। তাই জেলা পরিষদ ও ত্রিস্তর পঞ্চায়েত থেকে যদি কোনো বিজ্ঞাপন দেওয়া যায় সে বিষয়টা তিনি গুরুত্ব সহকারে দেখবেন। আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন প্রবীণ সাংবাদিক মিহির গঙ্গোপাধ্যায়, অলোক কুমার ঘোষ, কর্মাধ্যক্ষ নারায়ণ হাজরা চৌধুরী, গোলাম জার্জিস, তারকনাথ রায়, সংগঠনের সম্পাদক সেখ বসিরউদ্দিন। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মধুসূদন হাজরা চৌধুরী। আলোচনাসভায় ক্ষুদ্র ও ছোট সংবাদপত্রের সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা হয়।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি সুষমা দে, স্বামী প্রয়াত নাড়ুগোপাল দে, সাকিম - মির্জাপুর, থানা ও জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৪ জুলাই, ২০১৩ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম সুষমা দে। রেশন কার্ডে আমার নাম ভুলবশত মানা দে নথিভুক্ত হয়েছে। সুষমা দে ও মানা দে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি খোকন পাত্র, পিতা শ্যামসুন্দর পাত্র, রথতলা, ইটভাটা, কলোনী, পোঃ - কাঞ্চননগর, থানা ও জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১৭ মার্চ, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম খোকন পাত্র। আমার নাম রেশনকার্ডে ভুলবশত বাবন পাত্র নথিভুক্ত হয়েছে। খোকন পাত্র ও বাবন পাত্র এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি শৈলেশ কুমার শর্মা, পিতা - রবীন্দ্রনাথ শর্মা, আজিরবাগান, মাটিবাগ, কাঞ্চনগর, থানা ও জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১২ মে, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম শৈলেশ কুমার শর্মা। রেশনকার্ডে আমার নাম ভুলবশত শৈলেশ শর্মা নথিভুক্ত হয়েছে। শৈলেশ কুমার শর্মা এবং শৈলেশ শর্মা এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি প্রদীপ সামন্ত, পিতা নিমাই সামন্ত, সাকিম - দুর্গাপুর, পোঃ - কায়াবা, জেলা - হুগলি। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১১ মে, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যার প্রকৃত নাম দিশা সামন্ত, পিতা প্রদীপ সামন্ত যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত দিশা সামন্তের পরিবর্তে প্রীতিশ সামন্ত নথিভুক্ত হয়েছে। দীশা সামন্ত ও প্রীতিশ সামন্ত এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি মফিকুর রহমান মল্লিক, পিতা - কেরামত আলি মল্লিক, গ্রাম - বোচপুর, পোঃ - রাইপুর, থানা - নাদনঘাট, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২২ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম ইউসুফ মল্লিক কিন্তু জন্মশংসাপত্রে তা ভুলবশত মহম্মদ ইউসুফ রহমান মল্লিক নথিভুক্ত হয়েছে। এই এফিডেবিট বলে আমার পুত্র ইউসুফ মল্লিক নামে সর্বত্র পরিচিত হল। ইউসুফ মল্লিক এবং মহম্মদ ইউসুফ রহমান মল্লিক এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি চৈতালী সিং, স্বামী - রাজু সিং, পিতা - সীতারাম সামন্ত, বাহির সর্বমঙ্গলা রোড, পাঞ্জাবী পাড়া, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১২ মে, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম চৈতালী সিং, যা আমার ভোটার পরিচয় পত্রে সঠিকভাবে নথিভুক্ত আছে। আমি১৭/০৮/২০১০ তারিখে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দীপিকা সিং নামে এক কন্যা সন্তান্তের জন্ম দিই। হাসপাতাল ডিসচার্জ সার্টিফিকেটে আমার নাম ভুলবশত চৈতালী সিং-এর পরিবর্তে গৌরি সিং নথিভুক্ত হয়েছে। এই এফিডেবিট বলে আমি সর্বত্র চৈতালী সিং নামে পরিচিত হলাম।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ১৯২০ সালের ১১ মে; ২। মোঘল সম্রাট শাহজাহান, ১৬৪৮ সালের ১২ মে; শুরু হয় ১৬২৯ সালের ২৯ এপ্রিল; ৩। ১৯৫২ সালের ১৩ মে, রাষ্ট্রপতি ছিলেন ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ; ৪। বিজ্ঞানী গাব্রিয়েল ফারেনহাইট, জন্ম ১৬৮৬ সালের ১৪ মে; ৫। ১৯৪৮ সালের ১৪ মে, এশিয়া, ঝাড়বাতি; ৬। নেপালের সোলো খুমবুতে, ১৯১৪ সালের ১৫ মে, ১৯৫৩ সালের ২৯ মে; ৭। ২২ তম রাজ্য, ১৯৭৫ সালের ১৬ মে; ৮। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, উইলিয়াম ব্রাডেন, ১৭৪৪ সালের ১৭ মে; ৯। দক্ষিণ আমেরিকায়, ১৪ মে ১৮১১, সিংহ; ১০। ডা. এডওয়ার্ড জেনার, ১৭৪৯ সালের ১৭ মে গ্লাচেস্টারশায়ারে; ১১। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ১৭ মে ১৯১৩ সাল; ১২। ১৯৭৭ সালের ১৭ মে, জায়ের রাষ্ট্রপতি লরেন্টো কাবিলা।

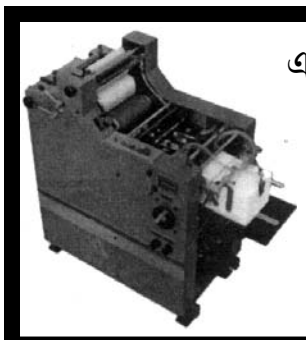

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

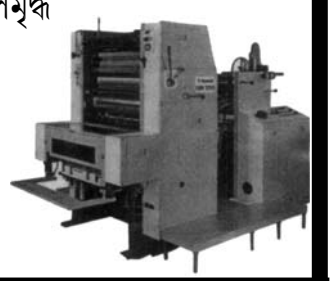

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা